বর্ষ ৭ | সংখ্যা ০১ | মাঘ ১৪২৯ | জানুয়ারী ২০২৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

সূচী

* মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর অর্জন ও সাফল্য নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান — পৃষ্ঠা ১
* স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের মরণোত্তর দেহ হস্তান্তর — পৃষ্ঠা ১
* নতুন উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান এর দায়িত্বভার গ্রহণ — পৃষ্ঠা ১
* বর্ষবরণ ও কর্মপরিকল্পনা অনুষ্ঠান আয়োজিত — পৃষ্ঠা ১
* ডেন্টাল অনুষদের নতুন ভবনের চাবি হস্তান্তর — পৃষ্ঠা ২
* মান নিশ্চিতকরণ ও কর্মদক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত — পৃষ্ঠা ২
* বাংলাদেশে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ — পৃষ্ঠা ২
* হাইপারটেনশন মাসিক সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত দেশের এক চতুর্থাংশ মানুষ হাইপারটেনশনে ভোগেনঃ বিএসএমএমইউ উপাচার্য — পৃষ্ঠা ৩
* ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত — পৃষ্ঠা ৩
* ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপিত — পৃষ্ঠা ৩
* অধ্যাপক ডা. মোঃ গোলাম মাওলা চৌধুরী'র বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত — পৃষ্ঠা ৪
* মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ — পৃষ্ঠা ৪
* ৬ রোগীর চোখে সফলভাবে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন — পৃষ্ঠা ৪
* সফল লিভার প্রতিস্থাপন — পৃষ্ঠা ৫
* ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশনে ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসায় কালোমেঘের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু — পৃষ্ঠা ৬
* চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করলো ২০ বছর বয়সী সারা ইসলাম — পৃষ্ঠা ৬
* বাংলাদেশের জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে চিকিৎসকদের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ — পৃষ্ঠা ৭
* বাণী বন্দনা ১৪২৯ উপলক্ষে শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত, ভক্তদের অঞ্জলী প্রদান — পৃষ্ঠা ৭
* মেরুদণ্ড জোড়া লাগানো শিশু নুহা নাবার প্রথম ধাপেও অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন — পৃষ্ঠা ৮
* করোনার দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব নিয়ে সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত — পৃষ্ঠা ৮
* চোখের আলো ফিরে পেলেন সারা ইসলামের কর্ণিয়া গ্রহীতারা — পৃষ্ঠা ৮

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও মাননীয় উপাচার্য
অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর অর্জন ও সাফল্য নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
স্বাস্থ্যখাতে জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর অর্জন সাফল্য নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ও উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও সাফল্যসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি প্রখ্যাত চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর বর্ণাঢ্য জীবনের উপর আলোকপাত করা হয়।

আজ রবিবার সকাল ১১টায় ১লা জানুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে মিন্টো রোডস্থ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কনভেনশন হলে চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ ও কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বলা হয়, জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সব সময়ই আন্তরিক। প্রখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ জরুরি বিভাগ চালু হয়েছে। দীর্ঘদিনের হতাশা দূর করতে নয় শতাধিক কর্মচারী চাকুরী স্থায়ী করেছেন। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল উদ্বোধন করেছেন এবং বর্তমানে সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে কনসালটেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার হয়েছে বিশেষ করে করোনাভাইরাসের জেনোম সিকোয়েন্সিং, এন্টিবডি নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণা কার্যক্রম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ক্ষেত্রে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সময়ে নতুন মাত্রাযোগ হয়েছে। চক্ষুরোগের চিকিৎসা, অন্ধত্ব নিবারণে অসামান্য অবদান রাখা, চক্ষুরোগ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সবাইকে ইংরেজি হেপি নিউ ইয়ার ২০২৩ এর শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, রোগ প্রতিরোধে সব চাইতে গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নাই। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবেই। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই করোনাভাইরাস মহামারী সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। মানুষকে বিনামূল্যে করোনাভাইরাসের টিকা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে তাও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। তিনি তার বক্তব্যে সবাইকে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

মাননীয় উপাচার্য বলেন, স্বাস্থ্যখাতে জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতের আরো সুনাম বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করতে প্রয়োজনে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে কাজে লাগানো হবে। বিভিন্ন দেশের এ্যাসোসিগুলোর মেডিক্যাল এডুকেশনসহ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে গবেষণায় ব্যয় করা যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে। ইতোমধ্যে কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগে এমএস কোর্স চালু করা হয়েছে। অন্ধত্ব দূরীকরণে আরওপি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। পিএইচডি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। শীঘ্রই বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন বাস্তবায়ন করা হবে। রোবটিক সার্জারি চালু সময়ের দাবী, শীঘ্রই তা চালু করা হবে। মাননীয় উপাচার্য তার বক্তব্যে শিক্ষার্থী ও ডাইভারদের চোখ পরীক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, চোখের রোগের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সামাজিক আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ একজন কাজ পাগল মানুষ। কর্মঠ, পরিশ্রমী, সময়ের প্রতি অত্যন্ত সচেতন একজন মানুষ ও দক্ষ সংগঠক। তিনি মিষ্টভাষী, সুবক্তা এবং তিনি জীবনে কারো সাথে রাগ করে কথা বলেননি। চিকিৎসা পেশার মানোন্নয়ন ও চিকিৎসকদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ দেশের চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে তার রয়েছে অসামান্য অবদান।

অনুষ্ঠানে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ইউজিসির অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, অধ্যাপক ডা. সালাহউদ্দিন, অধ্যাপক ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সহধর্মিনী অধ্যাপক ডা. নাফিজা আহমেদ, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জাফর খালেদ, কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ শওকত কবীর, সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারিক রেজা আলী, সহযোগী অধ্যাপক শামস মোঃ নোমান সহকারী অধ্যাপক ডা. নিরুপম চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শীষ রহমান, কনসালটেন্ট ডা. সোনিয়া আহসান। অনুষ্ঠানে দেশের প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে
স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের মরণোত্তর দেহ হস্তান্তর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) এনাটমি বিভাগের কাছে দেশ বরেণ্য স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের (৭৯) মরণোত্তর দেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টায় (৪ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ মরণোত্তর দেহ গ্রহণ করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বিদেহীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। মরণোত্তর দেহদানে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে প্রয়াতের একমাত্র ছেলে সাইদ হোসেন তমাল মরদেহকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সকলকে এক মিনিট করতালি প্রদান করার অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকলে এক মিনিট করতালি দিয়ে প্রয়াত স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনকে শ্রদ্ধা জানান। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের মরদেহটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগে সংরক্ষণ, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজে ব্যবহারের অনুমতিপত্রটি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নিকট প্রদান করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এই ধরণের মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা এবং মরণোত্তর দেহ দানকারী নিকট আত্মীয়সহ পরিবারের সকলকে এই ত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি দেশের সকল মানুষের প্রতি এইরকম মহতী কাজে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের দেহ সংরক্ষণ, পরীক্ষণ এবং গবেষণাকার্য সর্বাধুনিক। আমাদের এখানে যাদের দেহদান করা হয়েছে, তাদের স্বজনদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানো জানানো হবে। মরণোত্তর দেহদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এটিকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

প্রয়াতের পুত্র সাঈদ হোসেন তমাল বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে গেছেন। বহু মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তীতে সাধারণ হিউম্যান হয়ে গেছেন। তিনি সাধারণ হিউম্যান হতে পারেন নি।তিনি দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে গেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদানের জন্য তিনি তার দেহদান করে গেছেন মরদেহের এমবামিং প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা: লায়লা আনজুমান বানুর পরিচালনায় এবং এনাটমি বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও রেসিডেন্টদের অংশগ্রহণে মরদেহের যথোচিত সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বণিক, টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, দিল্লি হাইকমিশনে নিযুক্ত প্রেস মিনিস্টার সাংবাদিক শাবান মাহমুদ, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু,স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের মেয়ে সোনিয়া কৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, এনাটমি বিভাগের সকল শিক্ষক, রেসিডেন্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি এনাটমি বিভাগের নবনির্মিত মরচুয়ারি, প্ল্যাস্টিনেশন ল্যাব, স্কিল ল্যাব এ্যান্ড মিউজিয়াম কমপ্লেক্সে সম্পন্ন করা হবে। পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে এক মাস সময় লাগবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
নতুন উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান এর দায়িত্বভার গ্রহণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর-এর আদেশক্রমে পরবর্তী তিন বছরের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) নিযুক্ত হয়েছেন। গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ইং তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর-এর আদেশক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ আবদুল কাদের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়। এদিকে নতুন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান ১৭ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ১লা জানুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অফিসে যোগদান করেছেন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান ১৯৬৪ সালের ১লা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আব্দুল মজিদ খান। তিনি বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৮১ সালে এইচ এস সি পাশ করেন। তিনি ১৯৮৮ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন এবং ১৯৯৭ ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জন্স থেকে এফসিপিএস জার্নালে তাঁর অর্ধশত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা রয়েছে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন এর নির্বাহী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের সভপতি হিসেবেও সালে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগের প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান নবম বিসিএস এর মাধ্যমে ১৯৯১ সালে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত। বর্তমানে তিনি গ্রেড-১ প্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় ১৯৬৪ মাতা মরহুমা আঞ্জুমান আরা বেগম এবং ১৯৭৯ সালে শিবচর নন্দকুমার বহুমুখী উচ্চ বরহামগঞ্জ সরকারী কলেজ, শিবচর থেকে সালে শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ সালে তিনি বাংলাদেশ কলেজ অব ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ফিজিক্যাল সভাপতি। বর্তমানে তিনি ক্যান্সার মিশন দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৮৫-৮৬ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যক্তিজীবনে অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের পিতা। তাঁর সহধর্মিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস। ছেলে জাওয়াদ মাহবুব খান যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় জর্জিয়া টেক ইনস্টিটিউটে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমএসসিতে অধ্যয়নরত। মেয়ে মাহিরা জেহরীন খান রাজধানী ঢাকার স্কলাস্টিকায় ইংলিশ মিডিয়ামে একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। তিনি সকলের দোয়া কামনা করেছেন।

বিএসএমএমইউ'র হেমাটোলজি বিভাগের
বর্ষবরণ ও কর্মপরিকল্পনা অনুষ্ঠান আয়োজিত
চলতি বছর বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্ট শুরু করা হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) হেমাটোলজি বিভাগে 'নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন এন্ড ইয়ার প্লান ডিকলারেশন' শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। সোমবার দুপুর দেরটায় (২ জানুয়ারি ২০২৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ব্লকে হেমাটোলজি বিভাগের শ্রেণিকক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাকি অংশ - পৃষ্ঠা-৫, কলাম-১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

ডেন্টাল অনুষদের নতুন ভবনের চাবি হস্তান্তর

দেশে দাঁতের সর্বাধুনিক চিকিৎসা রয়েছে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ডেন্টাল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের বর্হির্বিভাগ-১-এ স্থানান্তরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় (৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ) এ ব্লকে ৪র্থ তলায় ডেন্টাল অনুষদের চাবি হস্তান্তর উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়লের কাছে এ চাবি হস্তান্তর করা হয়।

চাবি হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেন্টাল অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো পুরাতন ভবন এ ব্লক থেকে নতুন আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও নবনির্মিত বর্হির্বিভাগ-১ স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে দাঁতের সর্বাধুনিক চিকিৎসা রয়েছে। ডেন্টাল চিকিৎসা সেবার উন্নয়নের কারণে দেশে দাঁত বিহীন মানুষ দেখা যায় না। সময়ের প্রয়োজনে ডেন্টালের উন্নয়নের চিত্র সবার সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশের ডেন্টাল উন্নয়নের ধারবাহিকতার চিত্র লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা উচিৎ।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে ডেন্টাল চিকিৎসায় সকল ধরণের যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হচ্ছে। আগে এসব যন্ত্র বিদেশ থেকে আনা হতো। দেশে এসব যন্ত্র উৎপাদনের ফলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

এসময় হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ডা. এসএম মোস্তাফা জামান, অর্থোডনটিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গাজী শামীম আহসান, ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ ওয়ারেছ উদ্দিন, প্রস্থোডনটিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ মাহবুবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়লের ৬১তম জন্মদিন পালন করা হয়। এসময় ডেন্টাল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

"মান নিশ্চিতকরণ ও কর্মদক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা ও সদ্য ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বারবার প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিকল্প নাই। প্রশিক্ষণ কাজের একঘেয়েমি দূর করে নতুন কিছু ভাবতে শেখায়। উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম শুরু করতে হবে, বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে পেপারলেস অবস্থায় যেতে হবে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের নেতৃত্বের গুণ থাকতে হবে। কেউ আসলে তার কথা শোনার ধৈর্য্য থাকতে হবে। সময়মতো অফিসে আসতে হবে। ডিসিপ্লিন হতে হবে। সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। মানসিক শক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো কাজ দেওয়া হলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। আরেকটা বিষয় কোনো ফাইল দপ্তরেই যেনো কোনো ফাইল কয়েক ঘন্টার বেশি না থাকে অর্থাৎ কোনো ফাইল আসার সাথে সাথেই সেই ফাইলের কাজ সম্পন্ন করে তা পরবর্তী দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। আজ রবিবার ৮ জানুয়ারি ২০২৩ইং তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে মাননসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ আয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য দুই দিনব্যাপী "মান নিশ্চিতকরণ ও কর্মদক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য এসব কথা বলেন।

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান। সভাপতিত্ব করেন মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের ইনচার্জ অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, সাবেক রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, আইকিউএসি এর সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. হরষিত কুমার পাল, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার মোঃ সালাহ্ উদ্দিন সিদ্দিক সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ নিবন্ধ উপস্থাপনসহ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্য বক্তারা বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। আর দক্ষ মানবসম্পদের জন্য প্রশিক্ষণের আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
বাংলাদেশে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উপর পরিচালিত

গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি চিকিৎসায় নিঃস্ব হচ্ছে মানুষ, প্রতিরোধে সচেতনা জরুরি: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্পাইনাল কর্ড আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের উপর গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল নিয়ে "পিপল উইথ স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক ডিসিমিনেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় (৭ জানুয়ারি ২০২৩ খিস্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে এর আয়োজন করে ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ। গবেষণার ফলাফলকে সামনে রেখে জানুয়ারী ২০২৩ থেকে গবেষণার দ্বিতীয় পর্বের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে গবেষণা শুরু হবে। সেখান থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও আর্থসামাজিক জীবন বৃত্তান্ত আমাদের এই গবেষণার মাধ্যমে তুলে আনা হবে। এই ধরণের গবেষণা বাংলাদেশে এই প্রথম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই পর্বে আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি (InSCI) সার্ভের অংশ হিসেবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে যৌথভাবে গবেষণা করছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মানুষের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে দেশের অর্থনীতি তো ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি আক্রান্ত পরিবারের তার চিকিৎসা করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ দরকার। তার জন্য গবেষণা ও সচেতনা দরকার। সচেতনতার জন্য গণমাধ্যম সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রাখতে পারে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ফেইল সুইসাইডের কারণে মানুষ স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি বেশী হচ্ছে। স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রোধে ঃআত্মহত্যা প্রতিরোধ করতে হবে। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে গাছ থেকে পড়ে অনেকেই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে পড়ছেন। এজন্য গ্রামে গাছে উঠার জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। এজন্য একটি ব্যবস্থা করা যায় কি সে বিষয়ে নীতি নির্ধারকরা মনোবিশেষ করতে পারে। পুরুষরা নারীদের তুলনায় বেশী স্পাইনাল কর্ডে আক্রান্ত হচ্ছে। এজন্য বলা যাবে না যে মেয়েরা কম আক্রান্ত হচ্ছে। নারীদের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি আক্রান্ত প্রতিরোধে ওড়না পরে রাস্তা পারাপার, মোটর বাইক ও রিক্সায় চলাচল করার সময় অধিক সচেতনা প্রয়োজন। কারণ অনেক নারী রাস্তায় চলাচল করার সময় রিক্সা ও মোটর বাইকে ওড়না পেচিয়ে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে পড়েন।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে পড়া রোগীদের চিকিৎসায় বিভাগীয় পর্যায়ে আলাদা চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসকরা যাতে এসব হাসপাতালে ঠিকমত কর্তব্য পালন করতে এজন্য তাদের আবাস স্থান সুনিশ্চিত করতে হবে। এতে করে রোগীর পাশাপাশি তার পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০১৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে ১৮টি ইনস্টিটিউট এবং প্রাইভেট চেম্বার থেকে মোট ২৪৬৯ জন আঘাতজনিত এবং রোগ সম্পর্কিত স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি (এসসিআই) রোগীকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৬৯৮ (৬৮.৮%) পুরুষ এবং ৭৭১ (৩১.২%) মহিলা। বেশিরভাগ রোগী, ৮৬৪ (৩৫%), ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী গ্রুপের অন্তর্গত। তাদের মধ্যে ১৪০৯ জন (৫৭.১%) আঘাতজনিত স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রোগী, ১০১৪ (৪১.১%) রোগ সম্পর্কিত, আর ৪৬জন (১.৯%) কড়া ইকুইনা সিন্ড্রোমে আক্রান্ত। ভর্তির সময় ১৫১৬(৬১.৪%) জন SCI আক্রান্ত ব্যক্তিকে টেট্রাপ্লেজিক এবং ৯৫৩ (৩৮.৬%) জনকে প্যারাপ্লেজিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। রোগ-সম্পর্কিত SCI এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল অবক্ষয় (৪২.৫%), তারপরে টিউমার (৪০.৩%) এবং পরে যক্ষ্মা (১১.৮%) আক্রান্ত রোগী। সাথে ছিল মাথার আঘাত এবং হাত পা হাড়ের ফ্র্যাকচার। সবচেয়ে বেশি জটিলতা ছিল অন্ত্রের মূত্রাশয় (৭.৩%) এবং চাপের আঘাতজনিত জটিলতা (১.৭%)। আঘাতজনিত SCI-এর রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোগী ছিল উপর থেকে পড়ে যাওয়া (৪৫.৪৩%), এরপরে সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত (২৯.৩৮%)। বেশিরভাগ আঘাতমূলক স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির সাথে ছিল মাথার আঘাত এবং হাত পা হাড়ের ফ্রাকচার। সবচেয়ে বেশী জটিলতা অন্ত্রের-মূত্রাশয় (৭.৩%) এবং চাপের আঘাতজনিত জটিলতা (১.৭%) ছিল।

সেমিনারে জানানো হয়, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি একটি বড় ধরণের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জীবনের খুবই মূল্যবান কর্মক্ষম সময়ে এই রোগ হয় এবং ভুক্তভোগী ব্যক্তির পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে ২৫০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ লোক মেরুদণ্ডের আঘাত বা রোগজনিত সমস্যায় (SCI trauma or disease) ভোগেন। ইতিপূর্বে আমাদের দেশে এই রোগ নিয়ে তেমন কোন বড় মাপের ভালো গবেষণা হয়নি এবং আমাদের দেশে এই রোগীদের কোন রেজিস্ট্রি ও সংরক্ষণ করা হয় না। এমন কি তাঁদের জরুরী ও পুনর্বাসন চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল ও অবৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রোগীদের জন্য হাসপাতালের বর্হির্বিভাগে আলাদা লাইন ও হুইল চেয়ারে চলাচল করার জন্য হাসপাতালে পাবলিক স্থানে স্পেস প্রয়োজন এবং এঁদের সমাজে অন্তর্ভুক্তি বেগবান করা দরকার। বাংলাদেশ স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি (BanSCI বাঙ্কি) সার্ভে, ইন্টারন্যাশনাল স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি (InSCI) কমিউনিটি গবেষণার একটি অংশ। এটি মেরুদণ্ডের মেরুমজ্জায় আঘাত নিয়ে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বাস্তব জীবনযাত্রার মান ও সমস্যা চিহ্নিত করা সংক্রান্ত গবেষণার প্রাথমিক পদক্ষেপ। দেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতকে অবশ্যই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত মানুষদের সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল সমগ্র বাংলাদেশের মেরুদণ্ডের আঘাতজনিত বা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দিয়েছে যা নীতিনির্ধারক ও গবেষকদের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে গবেষণা করার একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এই গবেষণা একটি মাল্টি-ন্যাশনাল সমীক্ষা যেখানে ৪০টির ও বেশী দেশ জড়িত এবং সারা বিশ্বের ৬টি বিশ্বস্বাস্থ্য অঞ্চলে একযোগে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির উপর পরিচালিত প্রথম সমীক্ষা। শুরুতে ইন্টারন্যাশনাল স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির পরামর্শ এবং সংশ্লিষ্ট গবেষকদের নিয়ে গবেষক দল কয়েকটি মিটিং শেষে একটি স্টাডি দল গঠন করে এবং প্রটকল মত সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নৈতিক ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। এই সমীক্ষাটিতে মেরুদণ্ডের আঘাতজনিত বা রোগ দ্বারা সৃষ্ট বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম ধাপে গবেষক দল বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিলিটারি হাসপাতাল, কর্পোরেট হাসপাতাল, এনজিও হাসপাতাল এবং সেই সকল ব্যক্তিবর্গ যারা স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি সম্পর্কিত রোগিদের নিয়ে বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকেন, তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই রোগিদের তথ্য যাচাই বাচাই, ডুপ্লিকেশন চেক এবং তাদের টেলিফোন করে প্রাপ্ত তথ্যাদি ক্রস চেক করে ফলাফল বের করা হয়েছে।

বাকি অংশ - পৃষ্ঠা-৪, কলাম-২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে "হাইপারটেনশন" মাসিক সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

দেশের এক চতুর্থাংশ মানুষ হাইপারটেনশনে ভোগেনঃ বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) "হাইপারটেনশন" মাসিক সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ৯ টায় (৮ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল সাব কমিটি এর আয়োজন করে। সেমিনারে হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. এসএম মোস্তাফা জামান ও শিশু নেফ্রোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. রনজিত কুমার রায়।

সেমিনারে বলা হয়, শুধু বাংলাদেশ নয় সারাবিশ্বের একটি বড় বার্ডেন হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশনসহ সকল রোগের চিকিৎসা শুরু হয় রোগ নির্ণয়ের প্যারাম্যাটার বা পরিমাপ দিয়ে। এজন্য পরিমাপটা যথাযথ হতে হয়। ব্লাড প্রেসার মাপার পূর্ব শর্ত হলো, সঠিক মাপের কাপ ব্যবহার করা। বয়স মাপতে হবে। যদি দুটি হাতের প্রেসারের তারতম্য থাকে তবে অবশ্যই রোগীর প্রেসার মাপা হয় তখন রোগীকে অবশ্যই তার পিছনে ভরের প্রেসার মাপার আগে অবশ্য পাঁচ মিনিট আরামে চুপচাপ বসে থাকতে এমেরিকান কলেজ ও কার্ডিওলজির গাইডলাইন মতে সাধারণ সিস্টোলিক বেশী প্রেসার। এটিকে ইলেভেটেড হিসেব করা ধরা হয় সিস্টোলিক হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে স্টেজ -১ এর ক্ষেত্রে সিস্টোলিক ১৩০-১৩৯ স্টেজ-২ এর ক্ষেত্রে সিস্টোলিক ১৪০ মিমিএইচজি এবং ৯০ মাপতে পারলে বিপর্যয় ঘটতে পারে। প্রেসার মাপার দুই ধরণের বিপি আছে। ক.মার্কারি ফ্গিমোম্যানোমিটার: পারদস্তম্ভের উচ্চতার ওপর ভিত্তি অ্যানেরয়েড ফ্গিমোম্যানোমিটার: এটি মার্কারি ফ্গিমোম্যানোমিটারের সেন্সর ও মাইক্রোপ্রসেসরের সমন্বয়ে এটি একধরনের ইলেকট্রনিক পরিবেশের কথা চিন্তা করে ধীরে ধীরে মার্কারি ফ্গিমোম্যানোমিটার বাদ সেগুলো চাহিদা মাফিক মানদণ্ডের নয়। দিন দিন যত মেশিনপত্র বাইরে প্রেসার মেশিনের চাহিদা বাড়ছে এমন দিন আসবে যেদিন সকলেই ঘরে খেতে হবে। এজন্য সকল জায়গায় সরকারি ওষুধ সরবরাহ বাধ্যতামূল এলকোহল খাওয়া বন্ধ করা,নিয়মিতদ শরীর চর্চা করা উচিত। প্রতিদিন সবজি বা ফল খেতে হবে, খাদ্যে স্বাস্থ্যসম্মত তেল ব্যবহার, লাল এসিড সমৃদ্ধ খাবার সপ্তাহে দুবার খেতে হবে।

ভিত্তিক কাপ ফলো করা উচিত। ব্লাড প্রেসার অবশ্যই দু'হাতের বাহুতে যেটির প্রেসার বেশি সেটি সঠিক পরিমাপ হিসেবে নিতে হবে। যখন সাপোর্ট নিয়ে বসতে হবো, পা আড়াআড়ি করে বসা যাবে না। ব্লাড হবে। প্রেসার পরিমাপের জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন গাইডলাইন আছে। প্রেসার ১২০মিমিএইচজি এর কম ও ডায়াস্টোলিক ৮০ মিমিএইচজি ১২০-১২৯ মিমিএইচজি এবং ডায়াস্টোলিক ৮০-৮৯ মিমিএইচজি। তবে মিমিএইচজি এবং ডায়াস্টোলিক ৮০-৮৯ মিমিএইচজি। হাইপারটেনশন মিমিএইচজি সমান বা কম প্রেসার। চিকিৎসার সময় ঠিকমত প্রেসার না মেশিন রয়েছে। ১. ম্যানুয়াল ফ্গিমোম্যানোমিটার, এর আবার দুটি ধরণ করে রক্তচাপ পরিমাপ করার যন্ত্রকে বলে মার্কারি ফ্গিমোম্যানোমিটা,খ, তুলনায় অধিকতর নিরাপদ। ২. ডিজিটাল ফ্গিমোম্যানোমিটার: প্রেশার ডিভাইস। কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই এটি ব্যবহার করা যায়। তবে দেয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যতগুলো প্রেসার মাপার যন্ত্র আসছে থেকে আসছে তত মান খারাপ হচ্ছে। তবে সময়ের পরিক্রমায় ডিজিটাল বসে ব্লাড প্রেসার মাপবে। রোগীর জন্য নির্ধারিত প্রেসক্রাইভড ওষুধ করতে হবে। হাইপারটেনশন প্রতিরোধের জন্য ধুমপান গ্রহণ বন্ধ করা, এছাড়াওজন কমানো, হৃদরোগ প্রতিরোধে খাবার লবণ কম খাওয়া, মাংস কম খাওয়া, সুগার কম খাওয়া, মাছ খাওয়া এবং ওমেগা ও ফ্যাটি

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা সেন্ট্রাল সেমিনারে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করে থাকি যা সবার জন্য প্রযোজ্য। আজকের বিষয় হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশন নিয়ে জানাশোনা কোন বিভাগের না লাগে। আমাদের এখানে ৫৭টি বিভাগের সবার এ নিয়ে জ্ঞান জানা লাগে। অপারেশন করার আগে ব্লাড প্রেসার বেশি থাকলে অপারেশন করা যায় না। যে রোগীকে ট্রিট মেন্ট দিয়ে যাচ্ছেন, সে রোগীকে কত পর্যন্ত ব্লাড প্রেসার রাখা লাগবে তা অবশ্যই চিকিৎসককে জানতে হবে। যারা মোটা তাদের প্রেসার একরকম, স্মোকারদের প্রেসার একরকম হবে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের এক চতুর্থাংশ মানুষ হাইপারটেনসিভ।হাইপারটেনশন যাতে না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। হাইপারটেনশন হলে হার্ট এটাক হবে, কার্ডিও মাইয়োপ্যাথি হবে, নিউরোলজিক্যাল ডিস অর্ডার হয়ে স্ট্রোক হবে, চোখে রেটিনোপ্যাথি হবে, নেফ্রোপ্যাথি হবে। তিনি আরও বলেন, যারা বয়স্ক তাদের অবশ্যই নিয়মিত ব্লাড প্রেসার মাপতে হবে। যাদের বয়স তিন থেকে দশ বছর তাদের ব্লাড প্রেসার মাপতে হবে। যারা মোটা তাদের নিয়মিত প্রেসার চেক আপ করতে হবে। যারা সুগার খান তারা মাঝে মাঝে প্রেসার চেক আপ করতে হবে। কাঁচা লবণ খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, ইউজিসি অধ্যাপক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. সজলকৃষ্ণ ব্যানার্জী। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল সাব কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেন্ট্রাল সাব কমিটির সদস্য সচিব নিউরোলজি বিভাগের সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সবুজ ও রেসপেরিটোরি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সম্প্রীতি ইসলাম। সেমিনারে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, কনসালটেন্ট, চিকিৎসক ও রেসিডিন্টরা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে
আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেছিলেন বলেই জাতি বিজয়ের পূর্ণ আনন্দ পেয়েছিলঃ বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার ৯ জানুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে সকাল সাড়ে ১০টায় শহীদ ডা. মিল্টন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল উদ্দিন বলেন, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে থেকে মুক্ত হয়ে বিদেশ থেকে ফোনে বঙ্গমাতার কাছে সর্বপ্রথম যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের খবর নিয়েছিলেন, এক ছাত্রলীগ নেতার খবর নিয়েছিলেন, পরে তিনি নিজ পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নেন। বঙ্গবন্ধু এমনই এক ব্যতিক্রমী মহান নেতা ছিলেন। তিনি মুক্ত হয়েই ভারতের মাটিতে অবস্থান করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশ থেকে ভারতের সৈন্য ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবনে অভিষ্ঠ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। আমাদের মনে রাখতে হবে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য 'শেখ হাসিনার সরকার, বারবার দরকার' একথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক গ্রীন লাইফ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও নিটোরের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন আহমেদ স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন, বঙ্গবন্ধু চিকিৎসকদের যে কতটা ভালোবাসতেন তা বলে বুঝানো যাবে না।

সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেছিলেন বলেই বাঙালি জাতি বিজয়ের পূর্ণ আনন্দ পেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তার শাসনামলের সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেছিলেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই অন্ধকার থেকে দেশকে আবার আলোর পথে পরিচালিত করেন। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডালার। বাৎষরিক বাজেট ছয় লক্ষাধিক কোটি টাকা। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল বাস্তায়ন হয়েছে। দারিদ্র্যসীমা ২০ শতাংশের মতো। বঙ্গবন্ধু কন্যা ক্ষমতায় রয়েছেন বলেই এসব অর্জন সম্ভব হয়েছে। দেশরত্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ যেমন নিরাপদ থাকবে তেমন উন্নয়নের ধারাও অব্যাহত থাকবে।

আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ পহাসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. সুরাইয়া বেগম, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, হল প্রোভোস্ট অধ্যাপক ডা. এসএম মোস্তফা জামান, অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নাজির উদ্দিন মোল্লাহ প্রমুখসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপিত

স্বাস্থ্যখাতের সকল অগ্রগতির মূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর অবদানঃ বিএসএমএমইউ উপাচার্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার ১০ জানুয়ারি ২০২৩ইং তারিখ সকাল ৯টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এদিকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে সি ব্লকের সামনে নির্মিত পুষ্পস্তবক অর্পণের বেদীসহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আমাদের অঙ্গীকার হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্যই আমরা একটি স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হলেও বাঙালি জাতি বিজয়ের মুক্তির স্বাদ পায় ১০ জানুয়ারি। দেশ স্বাধীনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুই পুনর্গঠন করেছিলেন। স্বাস্থ্যখাতের আজকের সকল অগ্রগতির মূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর অবদান। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডালার। বাৎষরিক বাজেট ছয় লক্ষাধিক কোটি টাকা। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল বাস্তায়ন হয়েছে। দারিদ্র্যসীমা ২০ শতাংশের মতো। বঙ্গবন্ধু কন্যা ক্ষমতায় রয়েছেন বলেই এসব অর্জন সম্ভব হয়েছে। দেশরত্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ যেমন নিরাপদ থাকবে তেমন উন্নয়নের ধারাও অব্যাহত থাকবে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, হল প্রোভোস্ট অধ্যাপক ডা. এএম মোস্তফা জামান, হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সালাহউদ্দিন শাহ, অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নাজির উদ্দিন মোল্লাহ প্রমুখসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডীনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক, অফিস প্রধানগণ, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, নার্স-ব্রাদার, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ গোলাম মাওলা চৌধুরী'র
বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত
অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসাসেবা ও শিক্ষা প্রদানের মহতীকার্যে অবদান রাখতে পারেন সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাসেবা ও শিক্ষা প্রদানের মহতী কার্যে অবদান রাখতে পারেন সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে রোগীরা যেমন উপকৃত হবেন তেমনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধ্যয়নরত উচ্চ শিক্ষার্থীরাও নিজেদেরকে দক্ষ চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন। প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ গোলাম মাওলা চৌধুরী'র অবসরোত্তর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় (১২ জানুয়ারি ২০২৩) শহীদ ডা. মিলন হলে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগ।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের স্বাস্থ্যখাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। দেশের ইউরোলজিক্যাল চিকিৎসাতেও ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেবায়ও গতি এসেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে রোবটিক সার্জারিসহ সব ধরণের উন্নতমানের চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কিডনীসহ ইউরোলজিক্যাল চিকিৎসাসেবার আরো উন্নয়ন ও প্রসারে গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের কার্যকরী পদক্ষেপের ফলে গবেষণা কার্যক্রমে শিক্ষক, চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মোঃ গোলাম মাওলা চৌধুরী'র সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বলেন, মানুষের জীবনে রেগুলারিটি, ডিসিপ্লিন ও নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সমন্বয়ের সাথে সঠিকভাবে পালন করলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল। অনুষ্ঠানে বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এমএ ওয়াব, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আব্দুস সালাম, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. একেএম আনোয়ারুল ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সাজিদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. একেএম খুরশিদুল আলম, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ইসতিয়াক আহম্মেদ শামীম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দিন ফারুক। অনুষ্ঠানে ইউরোলজি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ রোগীর চোখে
সফলভাবে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন
কর্ণিয়া দান করে অন্যের চোখের দৃষ্টি হয়ে বাঁচুন: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ৬ জন রোগীর চোখে সফল কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আজ শনিবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) দুপুর বারটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যালয়ে চক্ষু বিভাগে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ নিজে এসব রোগীদের চক্ষু পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যায় সকল রোগীরই চোখ ভালো আছে এবং কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার (১২ জানুয়ারি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ ও কমিউনিটি অফথালমোলজী বিভাগের উদ্যোগে ৬ (ছয়) জন রোগীর চোখে কর্ণিয়া প্রতিস্থান করা হয়। এসব রোগীদের চোখে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শীষ রহমান এবং সহকারী অধ্যাপক ডা. রাজশ্রী দাশ। এসব কর্ণিয়া সংগ্রহে আই ইনিস্টিটিউট চক্ষু চিকিৎসকগণ সহায়তা করেন।

শনিবার রোগী দেখার পর সেখানে উপস্থিত শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, রোগী ও তাদের স্বজনসহ উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, কর্ণিয়া দানের মাধ্যমে মানুষের অন্ধত্ব দূর করা সম্ভব। কর্ণিয়া দান করে মৃত্যুর পরেও অন্যের চোখের দৃষ্টি হয়ে বেঁচে থাকুন। এটি একটি মহতী সুযোগ। কর্ণিয়া দান একটি সহজ প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে মুখমণ্ডলের কোনো বিকৃতি হয় না। কর্ণিয়ার অভাবে অন্ধত্ব দূরীকরণ কার্যক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। কর্ণিয়া দানে জনসচেতনা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন। এজন্য আমি গণমাধ্যম কর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। যাতে করে দেশবাসী কর্ণিয়া দানে উৎসাহিত হয় এবং অন্ধত্ব দূরীকরণ কার্যক্রম সফল হয়। গত বৃহস্পতিবার যেসকল রোগীর চোখে সফলভাবে কর্ণিয়া স্থাপন করা হয় তারা হলেন আব্দুর রহিম (১৮), তানহা মাহাজিন ইকরা (১৪) রাজিয়া খাতুন (৬০), খাদিজা (৬০), তাসলিমা (৩২) ও গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস (৬০)।

চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অচিরেই সংযোজনের জন্য কর্ণিয়া প্রেরণ করবে। এজন্য মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়াগো আই ব্যাংকের সাথে এমওইউ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশে কর্ণিয়া সংযোজনে জনগণের অসচেতনতা এবং কর্ণিয়া সংগ্রহের অপ্রতুলতার কারণে একটি বিরাট সংখ্যক কর্ণিয়া রোগীর কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্রের সহায়তায় কর্ণিয়া সংযোজনের জন্য এমওইউ চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিয়েছেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি প্রকাশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মাননীয় আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সোমবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি এ সৌজন্য সাক্ষাৎকারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সৌজন্য সাক্ষাৎকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বার্ষিক প্রতিবেদন' হস্তান্তর করেন। এ সময় মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মেয়াদ সমান করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে বন্ধুবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসেবা স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্য গবেষণার অগ্রগতি তুলে ধরেন।

এছাড়াও উপাচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবমেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানাভাবের বিষয়টি তুলে ধরেন। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, কর্মচারীদের জন্য নিজস্ব কোন বাসস্থান নেই। বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এসকল শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসস্থান অতি প্রয়োজন।

সবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের কার্যক্রমে মাননীয় আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

মুখ্য আলোচক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি অনুষদের ডিন স্পাইন নিউরো সার্জন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন বলেন, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির প্রধান কারণ সড়ক দূর্ঘটনা । সড়ক দূর্ঘটনা যাতে না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির দ্বিতীয় প্রধান কারণ হল উচ্চতা গাছ ও বাড়ির ছাদ থেকে পরে যাওয়া। এসব প্রতিরোধের জন্য সচেতনা যেমন ট্রাফিক আইন মেনে চলা, ড্রাইভারকে সচেতন করা আবশ্যক। স্কুল বাচ্চাদের ভাড়ি ব্যাগ বহন না করা । স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে পড়া রোগীদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রধান গবেষক হিসেবে ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ তসলিম উদ্দিন এই গবেষণার সূচনা বক্তব্য উপস্থাপনা করে একজন স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত এক রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গল্পের আকারে তুলে ধরেন।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতি করেন ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এমএ সালেক। মডারেটর ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. মসিউর রহমান খসরু।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, ডিজিএইচএস এর পরিচালক (এমআইএস) অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন বক্তব্য রাখেন। এছাড়া এই গবেষণার কো-অর্ডিনেটর ও কো ইনভেস্টিগেটর ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ তরিকুল ইসলাম গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপনা করেন। বানস্কি স্টাডি গ্রুপের রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট ডা. আনিকা তাসনিম গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি তুলে ধরেন।

সেমিনারে বলা হয়, ইন্টারন্যাশনাল স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি নিয়ে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কার্যকারিতা, স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার সাথে। সম্পর্কিত তথ্যগুলি বর্ণনা ও রোগিদের এই অবস্থা নিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ কী তার মূল্যায়ন। সেইসাথে প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা, মেরুদণ্ডের আঘাতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনকে উন্নত করতে সমাজ কী করতে পারে সে সম্পর্কে এই গবেষণার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই গবেষণার ফলাফলগুলি নীতি নির্ধারকদের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুস্থতার জন্য নীতি সংস্কার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

-দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সফল লিভার প্রতিস্থাপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) "মুজিব শতবর্ষ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রাম" অংশ হিসেবে সফল লিভার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। রবিবার বেলা সাড়ে এগারটায় (১৫ জানুয়ারি) শহীদ ডা. মিল্টন হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। একই সঙ্গে লিভার প্রতিস্থাপনে সেবাগ্রহীতা ও লিভার দাতা দুজনেই সুস্থ আছেন বলে রোগীরা জানান। রোগী ও লিভার দাতা দুজনে দেশবাসীর কাছে আগামী দিনের জন্য দোয়া চেয়েছেন। গত ১লা জানুয়ারি ১২ ঘন্টার বেশী সময় নিয়ে এ অপারেশন কাজ সম্পন্ন করা হয়। ১২ ঘন্টাব্যাপী লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন অপারেশনটিতে সহযোগীতা করেন এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ভারতের লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন ও এ্যানেস্থেসিয়া টিম।

সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, হেপাটোবিলিয়ারি, প্যানক্রিয়েটিক ও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মোহছেন চৌধুরীসহ এই ট্রান্সপ্লান্ট কার্যক্রমে নিযুক্ত বিভিন্ন বিভাগের টেকনোলজিস্টরা উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নানাবিধ হেপাটাইটিস ভাইরাসে আক্রান্ত। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, জনসংখ্যার মাত্র ৫-১০ শতাংশ এ ভাইরাসের জন্য টিকা নিয়েছে। যা অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলশ্রুতিতে হেপাটাইটিস ভাইরাস সংক্রান্ত রোগব্যাধী বেড়েই চলেছে। প্রতিবছর বাংলাদেশে আনুমানিক ৪-৫ হাজার রোগী লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন প্রয়োজন। দেশে পূর্বে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছর উপরোক্ত রোগীদের একটি বিশাল অংশ দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য চলে যাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশসহ বহিঃবিশ্বে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা। ফলে দেশের স্বল্প আয়ের ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এ চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ প্রেক্ষিত বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে "মুজিব শতবর্ষ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রাম" চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে আমার সভাপতিত্বে এবং হেপাটোবিলিয়ারি, প্যানক্রিয়েটিক ও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মোহছেন চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে "মুজিব শতবর্ষ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটি" গঠন করি। লিভার ট্রান্সপ্লান্টের মতো একটি জটিল চিকিৎসা প্রক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বিভাগের সহযোগীতা নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন বর্ষের সূচনালগ্নে জানুয়ারি ১, ২০২৩ এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

উপাচার্য বলেন, দেশের স্বল্প আয়ের ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাতে এই চিকিৎসা সুবিধা পেতে পারে এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনাক্রমে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন কার্যক্রমের উদ্যোগ ইতোমধ্যে নিয়েছে। লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন অপারেশনটি ছিল একটি লিভিং ডোনার লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন; এর অর্থ হলো রোগীর আত্মীয় সম্পর্কিত কোন ডোনার থেকে লিভারের একটি অংশ কেটে রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা হয় (রোগীর সিরোটিক লিভারের পুরোটিই কেটে ফেলা হয়)। জানুয়ারি ১, ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনে রোগী ছিলেন বগুরা জেলার মোঃ মন্তেজার রহমান (৫৩); তিনি নন-বি, নন-সি জনিত "এন্ড স্টেজ লিভার ডিজিজে" আক্রান্ত ছিলেন। জনাব মোঃ মন্তেজার রহমানকে লিভার দান করেন তার বোন মোসাঃ শামীমা আক্তার (৪৩)। মোসাঃ শামীমা আক্তারের দেহ থেকে সুস্থ লিভারের ৬০ শতাংশ কেটে ফেলা হয়। মোঃ মন্তেজার রহমান এর সিরোটিক লিভারের পুরোটাই কেটে বের করে ফেলা হয় এবং মোসাঃ শামীমা আক্তারের দেহ থেকে কেটে নেয়া সুস্থ লিভারের ৬০ শতাংশ জোড়া দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য, লিভার দাতা মোসাঃ শামীমা আক্তারের লিভারটি ধীরে ধীরে রি-জেনারেট করবে। এটি লিভার নামক অঙ্গটির একটি বিশেষত্ব।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে প্রতি বছর আনুমানিক ৮০ লক্ষ রোগী লিভার সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় (২০১৮ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী)। এর মধ্যে অন্যতম "এন্ড স্টেজ লিভার ডিজিজ" যা হলো ক্রনিক প্রদাহ জনিত লিভারের শেষ অবস্থা যেখানে লিভার তার কার্যক্ষমতা হারায়। সাধারণত হেপাটাইটিস এ,বি,সি,ডি এবং ই ভাইরাস সংক্রমণ অথবা লিভারে অতিরিক্ত চর্বিজনিত প্রদাহ থেকে লিভার টিস্যুর পরিবর্তন শুরু হয়, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক লিভার টিস্যুর পরিবর্তন হয়ে সিরোটিক লিভার টিস্যু তৈরী হয়। সিরোটিক লিভার টিস্যু স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে অক্ষম। যখন রোগীর লিভারের একটি বড় অংশ সিরোটিক হয়ে যায় তখন আমরা বলি রোগীটি লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত। এই লিভার সিরোসিসের শেষ পর্যায় হচ্ছে "এন্ড স্টেজ লিভার ডিজিজ"। "এন্ড স্টেজ লিভার ডিজিজ" এর একমাত্র চিকিৎসা লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন। এছাড়াও লিভারের আরও কিছু রোগ রয়েছে; যেমন লিভারের কোন একটি অংশে (লোবে) ক্যান্সার (হেপাটোসেলুলার ক্যান্সার), বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লিভারের জন্মগত ত্রুটি (বিলিয়ারি এট্রেশিয়া, মেটাবোলিক ডিজিজ ইত্যাদি) এর চিকিৎসাও লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন।

উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ অর্থাৎ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় গড় আয়ু বৃদ্ধি, নন-কমিউনিকেবল এবং কমিউনিকেবল ডিজিজ হ্রাসের পরিকল্পনা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের মতো একটি সুপার স্পেশালাইজড কেয়ার চালু করার ফলে লিভার রোগ, লিভারের শল্য চিকিৎসা, লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন বিষয়ে শিক্ষা/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন মানবসম্পদে উন্নয়ন ঘটবে তেমনি উক্ত বিশেষজ্ঞগণের মাধ্যমে উন্নততর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হবে। সুস্থ সবল জাতি গঠনের সহায়ক হবে।

তিনি বলেন, আমরা চাই বাংলাদেশের রোগীদের চিকিৎসা প্রয়োজনে বহিঃবিশ্বের উপর নির্ভরতা কমাতে। এবিষয়ে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নততর চিকিৎসা সুবিধাবলি নিশ্চিত করা হচ্ছে। সুলভ মূল্যে দেশের সকল জনগোষ্ঠী এ চিকিৎসা সেবার আওতায় উপকৃত হবে। "মুজিব শতবর্ষ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রামের" আওতায় জানুয়ারি ১, ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনটি আমাদের এই পথ চলার একটি দীপ্তমান স্বারক।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনাভাইরাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সফলভাবে মোকাবেলা করেছে। করোনাভাইরাস পরবর্তী চিকিৎসা ব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ও জটিল রোগের বিষয়ে আগের চেয়ে আরও বেশী যত্নবান হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শুধু রোগীর চিকিৎসা নয় বরং রোগ প্রতিরোধের দিকে বেশী মনোনিবেশ করছে। এজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজকে আরও বেগবান করার জন্য এ খাতে বরাদ্দ পাঁচগুণ বৃদ্ধি করেছে। গবেষণা খাতে বরাদ্দ ৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে একসঙ্গে ২৪ চিকিৎসক গবেষককে পিএইচডি কোর্সে ইনরোলমেন্ট করেছে। তিনি আরও বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকে আরও বেগবান ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করার জন্য গবেষণায় অবদান রাখার জন্য ভাইস চ্যান্সেলার এ্যাওয়ার্ড পুরস্কার প্রবর্তন করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় 'এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিসট্যান্স' বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা বিষয় নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার আয়োজন করছি। এতে করে দেশের আপামর জনসাধারণসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ চিকিৎসা গ্রহণে সচেতন হচ্ছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকরা দেশী বিদেশী চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করছেন। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় জাতিসংঘের একটি সাইড ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। সেই অনুষ্ঠানের আলোকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'বায়ো ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার লক্ষে কাজ করছে।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যালিয়েটিভ মিডিসিন বিভাগে হোম কেয়ার সার্ভিস, করোনাভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সি, ব্রেস্ট ক্যান্সারের জিনেটিক এনালাইসিস, হেপাটোলোজি বিভাগে লিভার সিরোসিস বিভাগের জন্য স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন, এন্ড্রোক্রাইন বিভাগে আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষা কার্যক্রম, উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা গর্ভবতী মায়েদের স্ক্রিনিং, ট্রান্সফিউশন বিভাগের স্টেম সেল কালেকশন, বিলুরুবিন ডায়ালাইলিস কার্যক্রম, শিশুর জন্মগত ত্রুটি নির্ণয়, জেনারেল সার্জারি বিভাগের অধীনে ব্রেস্ট কনাসার্ভিং সার্জারি, ব্রেস্ট রিকনসাট্রিক সার্জারি, ব্রারিয়ারটিক সার্জারি যার বিদেশে ১০০০ ডলার খরচ, বছরে এডভান্সড ল্যাপারোসকপি কোলারেক্টরাল সার্জারি, ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগে আরএফএ মেশিন দিয়ে কাটা ছেড়া ছাড়া বাকাশিরা সোজাকরণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্সারের সর্বাধুনিক সকল ধরণের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি হৃদরোগ, স্নায়ু রোগের চিকিৎসা অব্যাহত রয়েছে।

বর্ষবরণ ও কর্মপরিকল্পনা অনুষ্ঠান আয়োজিত

অনুষ্ঠানে হেমাটোলজি বিভাগের বিগত বছরের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে নতুন বছরের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে নতুন চিফ রেসিডেন্টকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। রেসিডেন্টদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর এখানে এসে একটি ভাষণে বলেছিলেন, রক্ত শুধু দেয়া নয় রক্তের উপর গবেষণা করতে হবে। গবেষণার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অচিরেই বায়োব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমার সময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্ট (বিএমটি) শুরু করতে চাই। এখানে চলমান লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি। এজন্য সকলের দোয়া চাই।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট নিয়মিত করছি। সুপার স্পেশালাইজড চালু করছি। হেমাটোলজি বিভাগে রোগীদের চিকিৎসায় সময় বেশী লাগার কারণে ডে কেয়ার সেন্টার চালু করার চিন্তাভাবনা করছি। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে হেমাটোলজি বিভাগ খোলা ও বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছি।

উপাচার্য বলেন, আমরা হেমাটোলজিক্যাল টেস্ট, নিউবর্ন স্ক্রিনিং, এবনরমালিটি ডিটেকশন, ফিস্ট টেস্ট, কোলোরেকটরাল কারসিনোমা রোগের উপর গবেষণা করছি। গবেষণার জন্য বাজেটের বাইরে আরও ২৫ কোটি টাকা দেয়া হবে। বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে। পদ্মাসেতু ও মেট্রোরেল বাংলাদেশের বড় অর্জন। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলার জন্য ইয়াং জেনারেশন চিকিৎসকদের টেলি কনসালটেশন, কোলাবোরেশন ট্রেনিং প্রোগাম এবং টেলি হেলথে অংশগ্রহণ করতে হবে। এসব যদি করতে পারি তবে আমরা স্মার্ট সিটিজেন হবো, স্মার্ট বাংলাদেশ হবে এবং স্মার্ট হেলথ হবে। এ বছর বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্ট (বিএমটি) শুরু করার পাশাপাশি রোবটিক সার্জারিও চালু করব। রোবটিক সার্জারি, স্টেম সেল থেরাপি ও আর্টিফিয়াল ইনটেলিজেন্স ই হল স্মার্ট বাংলাদেশের অংশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সালাউদ্দিন শাহ।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল আজিজ, অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ নাজির উদ্দিন মোল্লাহ্ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে হেমাটোলজি বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও নার্সরা উপস্থিত ছিলেন।

-প্রথম পৃষ্ঠার পর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশনে ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসায়

কালোমেঘের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু

আজ (১৮ জানুয়ারী, ২০২৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশনের উদ্যোগে ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসায় কালোমেঘের একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো। এই উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত এক অনারম্ভর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যায়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বিশ্ববিদ্যালয়টির হেপাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আইয়ুব আল মামুনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশনের ডিভিশন প্রধান অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল আর ট্রায়ালটি উপস্থাপন করেন বিভাগের রেসিডেন্ট ডা. মোঃ সাবিবর হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মোঃ শরফুদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন, যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষনার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়েও সাম্প্রতিক সময়ে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির হেপাটোলজি বিভাগে হেপাটাইটিস বি রোগের নতুন আবিস্কৃত ওষুধ ন্যাসভ্যাকের অধিকতর গবেষনার কাজ চলছে। কোভিডের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইরাসটির ফুল জেনোম সিকুয়েন্সিং করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষনা বাজেটও ৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে সম্প্রতি ২০ কোটি টাকায় উন্নিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষনায় উৎসাহিত করার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে ভাইস-চ্যান্সেলর পদক। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ জনের অধিক পোষ্টগ্র্যাজুয়েট চিকিৎসক পিএইচডি করছেন। তিনি গবেষনায় অধিকতর মনোনিবেশ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান এবং এ বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা রাখায় হেপাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. স্বপ্নীলসহ অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশংসা করেন।

অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল তার মূল প্রবন্ধের জানান যে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের ৭৪ মিলিয়ন ডলার রপ্তানী আয়ের বিপরীতে প্রতিবেশি ভারত প্রতি বছর আয়ুর্বেদথাত থেকে উপার্জন করছে ৮০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। অথচ আমরা আমাদের এক সময়কার ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদ এবং হেকিমী চিকিৎসা শাস্ত্র হারিয়ে বসতে বসেছি। এখনও আমাদের দেশে এই শাস্ত্রগুলোর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জ্ঞান আর এদেশের স্থানীয় হার্বাল ওষুধগুলোকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে ঠিকমত উপস্থাপন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা নিতে পারবে। বর্তমান পৃথিবীতে যখন পরিবেশ বান্ধব, অর্গানিক খাদ্য ও চিকিৎসার উপর জোর দেয়া হচ্ছে, তখন এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভবনা অত্যান্ত উজ্জল বলে তিনি মনে করেন। এ কারনেই তার ডিভিশনের উদ্যোগে দেশীয় হার্বাল ওষুধগুলো নিয়ে গবেষনা শুরু করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি আরো জানান যে এ বিষয়ে কার্যকর গবেষনার জন্য তারা এরই মধ্যে তারা জাপানের এহিমি বিশ্ববিদ্যালয় ও ওইতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সাইন্সেস, ফার্মেসী অনুষদ ও বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষনা পরিষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বায়োটেনোলজি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানী বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী অনুষদ, ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ এবং রাজশাহী কৃষি গবেষনা ইন্সটিটিউটের সাথে গবেষনা কোলাবরেশন গড়ে তুলেছেন।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগমসহ সিনিয়র শক্ষকবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সাইন্সেসের চিফ সাইন্টিস্ট ড. গাজী নুরুন নাহার সুলতানা ও প্রিন্সিপাল সাইন্টিস্ট ড. জাকির সুলতান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি এবং ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ ও অধ্যাপক ড. শেখ জহির রায়হান এবং বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষনা পরিষদের চিফ সাইন্টেফিক অফিসার ড. রেজাউল করিম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানী বিভাগের অধ্যাপক ড. এস. এ. হায়দার, ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের অধ্যাপক ড. চৌধুরী ফয়েজ হোসেন ও সহকারী অধ্যাপক ড. রেজিনা আফরিন, রাজশাহী কৃষি গবেষনা ইন্সটিটিউটের সিনিয়র সান্টিফিক অফিসার ড. মোঃ এনায়েত আলী প্রামানিক প্রমুখ।

বাংলাদেশের চিকিৎসাসেবায় যুগান্তকারী অর্জন ও সাফল্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রেন ডেথ রোগীর অঙ্গদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম সফল ক্যাডাভেরিক কিডনি ও কর্ণিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্পন্ন এক রোগী থেকে বাঁচলো দুইজন, আলো দেখবে আরো দুজন অঙ্গদানের মাধ্যমে

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করলো ২০ বছর বয়সী সারা ইসলাম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রেন ডেথ রোগীর অঙ্গদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম সফল ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্পন্ন হয়েছে। এক রোগীর অঙ্গদানের মাধ্যমে দুটি কিডনি দুজন কিডনি বিকল রোগীর দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে ওই রোগীর দুটি কর্ণিয়াও অন্য দু'জন রোগীর চোখে সফলভাবে প্রতিস্থান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়েরর সাফল্যের তালিকায় আরেকটি মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্ল্যান্টের প্রথম অঙ্গদাতা হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করলো ২০ বছর বয়সী সারা ইসলাম। বাংলাদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে সারা ইসলামের নাম। তাঁর এই মহৎ আত্মত্যাগের মহিমা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভাস্মর হয়ে থাকবে। এর মাধ্যমে সবার মাঝে সচেতনতা তৈরি হবে এবং যাদের প্রয়োজন এমন সব রোগী অঙ্গগ্রহণের মাধ্যমে নতুন জীবন পাবে। আজ বৃহস্পতিবার ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে বিকাল ৩টায় আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য ও জাতীয় ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্ল্যান্ট কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সার্বিক নির্দেশনায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জন, ইউরোলোজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলালের নেতৃত্বে এবং এ্যানেসথেসিয়া, এনালজেসিয়া এবং ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের সার্বিক সহযোগীতায় বাংলাদেশে প্রথম সফল ক্যাডাভেরিক বা ব্রেন ডেথ রোগীর অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গতকাল ১৮ জানুয়ারী ২০২৩ইং তারিখে সারা রাত ধরে ঐতিহাসিক এই মহতী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর ও ইউরোলোজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, কিডনী ফাউন্ডেশনের পথিকৃৎ অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশীদ, ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্ল্যান্টের প্রথম অঙ্গদাতা সারা ইসলামের মা শিক্ষিকা শবনম সুলতানা, মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা জোহরা প্রমুখসহ ইরোলজি বিভাগ, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ ও কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের চিকিৎসক, চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বুধবার (১৮ জানুয়ারি,২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ) দিবাগত রাত সাড়ে দশটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন থিয়েটারে এ রোগীর অপারেশন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ইউরোলজি

বিভাগের অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান দুলালের নেতৃত্বাধীন একটি চিকিৎসক দল। এ্যানেসথেসিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবাশীষ বণিক ও অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বণিকের নেতৃত্বে সিনিয়র এনেসথেসিওলজিস্টগণ অপারেশন পরিচালনা করেন। জটিল এই অপারেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ভোর সাড়ে চারটার দিকে। এই মহতী উদ্যোগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ সাইফুল হোসেন দিপু, সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারুক হোসেন, সহকারী অধ্যাপক ডা. কার্তিক চন্দ্র ঘোষ, এ্যানেসথেসিয়া এ্যানালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবাশিষ বনিক, অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, সহযোগী অধ্যাপক ডা. দিলীপ ভৌমিক, সহকারী অধ্যাপক ডা. মো: আশরাফুজ্জামান সজিব, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল হান্নান, কনসালট্যান্ট ডা. মোমিনুল হক, সিনিয়র রেসিডেন্টবৃন্দ, মেডিক্যাল অফিসারবৃন্দ। এসময় নেফ্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম এবং সহকারী অধ্যাপক ডা. মানিক মন্ডল উপস্থিত ছিলেন। সারা ইসলামের দুটি কিডনির একটি মিরপুরের বাসিন্দা ৩৪ বছর বয়সী শামীমা আক্তারের দেহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিডনি অপারেশন থিয়েটারে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে অপর কিডনিটি কিডনি ফাউন্ডেশনে অপর এক রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়।

কিডনি ও কর্নিয়া দানকারী সারা ইসলামের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার চিকিৎসার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক ডা. কামরুল হুদা । এসময় রোগ নির্ণয় ও পরবর্তীতে অঙ্গদানের মহৎ উদ্যোগে সারার মা, স্কুল শিক্ষিকা শবনম সুলতানাকে উদ্বুদ্ধ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিইউ'র সহকারী অধ্যাপক ডা. আশরাফুজ্জামান সজীব, যিনি ক্যাডাভেরিক সেলর সদস্য। পরবর্তীতে ডা. সজিব ট্রান্সপ্ল্যান্ট মেডিক্যাল টিমকে অবহিত করেন এবং পুরো প্রক্রিয়া শুরু হয়।

শিক্ষিকা মাতা শবনম সুলতানা এবং পিতা শহীদুল ইসলামের জ্যেষ্ঠ সন্তান সারা ইসলাম। সারা ইসলামের একটি ছোট ভাই আছে। অঙ্গদাতা সারা ইসলাম জন্মের মাত্র ১০ মাস বয়সে দুরারোগ্য টিউবেরাস স্ক্লেরোসিস রোগে আক্রান্ত হন। তিনি এ রোগ নিয়ে প্রায় ১৯ বছর ধরে লড়াই করে গেছেন । এ লড়াই করার পথ পরিক্রমায় সারা ইসলাম অগ্রনী গার্লস স্কুল থেকে এসএসসি এবং হলিক্রস কলেজ থেকে এইচএসসি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ইউনিভার্সিটি অব ডেভলপমেন্ট আল্ট্রানেটিভে (ইউডা) ফাইন আর্টসে ভর্তি হন। সারা ইসলাম ফাইন আর্টসের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে প্রয়াত সারা ইসলামের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানজায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শরীক হন । সকলে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এরপর তাঁকে পারবারিকভাবে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, উপাচার্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে ব্রেন ডেথ কমিটিকে সক্রিয় করে তুলি। আমরা সকলে বিশ্বাস করি, ক্যাডাভেরিক রোগী অঙ্গদানের মাধ্যমে অসংখ্য অসুস্থ্য রোগীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে মানবদেহে অঙ্গপ্রতিস্থাপন সংক্রান্ত মহান জাতীয় সংসদে পাস করা হয়। সেই আইনের আলোকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে আমি পদাধিকার বলে জাতীয় ক্যাডাভেরিক কমিটির সভাপতিও বটে। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রেন ডেথ কমিটি ও কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সেলের সহযোগীতায় ক্যাডাভেরিক রোগীর দেহ থেকে অঙ্গদানের প্রক্রিয়া সফল করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ইতিপূর্বে আমরা এ ধরণের দুই একটি রোগীর ক্ষেত্রে সফল হতে গিয়েও অঙ্গদানে রাজী করাতে পারিনি। কিন্তু আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা সফল হয়েছি। বাংলাদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছি। এজন্য আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সেলের প্রধান, ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল ও তার টিমকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশাসন দায়িত্বগ্রহণ করার পর চিকিৎসাক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন করার উদ্যোগ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় 'মুজিব শতবর্ষ লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট প্রোগ্রাম" সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবটিক সার্জারির চালুর ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক চিকিৎসকে বিদেশে রোবটিক সার্জারির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কাটাছেড়া ছাড়া ভেরিকোজ ভেইন সোজাকরণের অত্যাধুনিক মেশিনও চালু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজকে আরও বেগবান করার জন্য এ খাতে বরাদ্দ পাঁচগুণ বৃদ্ধি করেছে। গবেষণা খাতে বরাদ্দ ৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে একসঙ্গে ২৪ চিকিৎসক গবেষককে পিএইচডি কোর্সে ইনরোলমেন্ট করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশের জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে চিকিৎসকদের চ্যালেঞ্জসমূহ' নিয়ে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

বাংলাদেশের জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে চিকিৎসকদের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) গবেষণার ফলাফল নিয়ে অবহিত করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকাল তিনটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের মিলনায়তনে পাবলিক হেলথ ও ইনফরমেটিজ বিভাগ এ অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে। প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ ও ইনফরমেটিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গবেষক ডা. মো. খালেকুজ্জামান এ ফলাফল উপস্থাপন করেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, চিকিৎসকদের সংখ্যা এখনো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এতে তারা কাজের চাপে থাকেন। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে, এটা থাকবেই। রাতারাতি দেশের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। তবে চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় কিছু জায়গায় আনসার মোতায়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব হাসপাতালেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর টয়লেটগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী, দুই তৃতীয়াংশ হাসপাতালের এক্স-রেসহ সব মেশিনপত্র নষ্ট। এগুলোর দায় সিভিল সার্জন এবং ইউএইচএফপিওদের নিতে হবে। মন্ত্রী বলেন, প্রতিষ্ঠান প্রধান ভালো হলে বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে বিনামূল্যে ওষুধ নেবার জন্য একজন রোগী এক সঙ্গে চার পাঁচ বিভাগের চিকিৎসকের কাছে যান, এটির সমাধান করতে হবে। সামনের দিনগুলোতে উপজেলায় নারী পুরুষ চিকিৎসকদেও সমতায়ন নিশ্চিতে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেতে পারে হবেচিকিৎসকদের পদোন্নতি অটোমেশন করতে হলে চিকিৎসকদের ৪টি ক্যাডার

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যশিক্ষা বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. অনুষদের ডিন অধ্যাপক সৈয়দ শরীফুল ইসলাম, প্রক্টর ও দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখ উপস্থিত

গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশের বড় সংখ্যক কমপ্লেক্সের উপর নির্ভরশীল। এই স্বাস্থ্যসেবা মুখোমুখি হন। যা সঠিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের অন্তরায়। এ অনুপস্থিতি কমিয়ে উন্নত সেবা দেয়ার পরিবেশ তৈরি সম্ভব জেলা হাসপাতাল এবং ১৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি ৭৭ জন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার মেডিকেল অফিসার আবাসিক মেডিকেল অফিসারদের এ গবেষণাটি ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ২০২১ সাল

শতভাগ জেলা হাসপাতালে রক্ত পরিসঞ্চালন মোটে সেবাটি পাওয়া যায় নি। জেলা হাসপাতাল এবং উপজেলা ক্ষেত্রে এক্স-রে পরিষেবা পাওয়া গেছে। শতকরা ৮৮.৯ ভাগ কমপ্লেক্সে ইসিজি পরিষেবা পাওয়া গেছে। শকতরা ৪৪.৪ কমপ্লেক্সে আল্ট্রাসনোগ্রাম সুবিধা পাওয়া গেছে। শতকরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মহিলা পাওয়া যায়নি। শতভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জেলা হাসপাতালে এর উপস্থিতি শতভাগ ৪৪.৪ ভাগ। শতকরা ৫২.৯ ভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকদের জন্য ব্যবহার উপযোগী ডরমিটরি/কোয়ার্টার পাওয়া গেলেও জেলঅ হাসপাতালে এর পরিমাণ শতকরা শূন্য শতকরা ২০.০ ভাগ জেলা হাসপাতালে এবং শতকরা ১৭.৬ ভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকদের জন্য থাকা ডরমিটরি/ কোয়ার্টারে গার্ড থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. টিটো মিয়া, অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী।

উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মোহাম্মদ হোসেন, প্রিভেন্টিভ এন্ড সোস্যাল মেডিসিন ইউরোলোজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান ছিলেন।

মানুষ স্বাস্থ্যসেবার জন্য জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিকিৎসকরা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান করা গেলে কর্মস্থলে চিকিৎসকদের বলে এতে জানানো হয়। এ গবেষণায়বাংলাদেশের ৯টি সার্ভে চেকলিস্টের মাধ্যমে হাসপাতালসমূহের সার্বিক অবস্থা পরিকল্পনা কর্মকর্তা/সিভিল সার্জন/সুপারিনটেনডেন্ট/ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথা পর্যালোচনা করা হয়। পর্যন্ত তথ্য নেয়া হয়।

থাকলেও শতকরা ৪১.২ ভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স যথাক্রমে শতকরা ৮৮.৯ এবং ৪১.২ ভাগ জেলা হাসপাতাল এবং ৭৬.৫ ভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য ভাগ জেলা হাসপাতাল এবং ১১.৮ভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য ৭৭.৮ ভাগ জেলা হাসপাতালে এবং শতকরা ৬৪.৭ ভাগ রোগীদের/অ্যাটেনডেন্টদের জন্য আলাদা টয়লেট এর ব্যবস্থা চিকিৎসকদের জন্য ডরমিটরি/কোয়ার্টার সুবিধা থাকলেও

অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য পদের চিত্রঃ জেলা হাসপাতালে শতকরা ৩০ ভাগ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শতকরা ৬৩ ভাগ আবাসিক মেডিকেল অফিসারের পদ শূন্য রয়েছে। জেলা হাসপাতালে শতভাগ ৫১ ভাগ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শতকরা ৭৭ ভাগ জুনিয়র/ সিনিয়র কনসালটেন্ট শূন্য রয়েছে। জেলা হাসপাতালে শতকরা ৬৫ ভাগ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শতকরা ৩৮ ভাগ মেডিকেল অফিসার/সহকারী সার্জন পদ শূন্য রয়েছে। নার্সিং স্টাফ/মিডওয়াইফ পদের ক্ষেত্রে জেলা হাসপাতালে শতভাগ ১৫ ভাগ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শতকরা ২৫ ভাগ পদ শূন্য পাওয়া গেছে। জেলা হাসপাতালে শতকরা ৫১ভাগ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শতকরা ৪২ ভাগ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট / টেকনিশিয়ান পদ শূন্য পাওয়া। জেলা হাসপাতালে শতকরা ২০ ভাগ ক্লিনার পদ শূন্য থাকলেও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শূন্য ক্লিনার পদের পরিমাণ শত ৬৬ ভাগ। জেলা হাসপাতালে শতকরা ৩১ ভাগ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শতকরা ৫৩ ভাগ নিরাপত্তা প্রহরী বা আনসারের পদ শূন্য পাওয়া গেছে।

অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জঃ প্রয়োজনের তুলনায় কম, ছোট, পুরনো ও ঝুকিপূর্ণ সেবাকক্ষ, অপরিচ্ছন্ন টয়লেট এবং নিরাপদ পানির অভাব, অনুপযুক্ত হসপিটাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মেডিক্যাল অফিসার/ল্যারেটরি টেকনিশিয়ান/সহায়ক কর্মী সংকট, অতিরিক্ত কাজের চাপ, সঠিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম প্রযুক্তির অভাবকে অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিকিৎসকদের চিহ্নিত করেছেন। অন্যায় সুবিধাভোগীদের প্রভাব ও নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জঃ কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতার অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ ও প্রস্তাব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও কিছু স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সেবা প্রদানকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। নীতি সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জঃ উচ্চ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব, কর্মক্ষেত্রে বদলি বৈষম্য, অর্জিত জ্ঞান বাস্তবায়নে সুযোগের অভাব, বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে বৈষম্য চিকিৎসকদের কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। পারিপার্শ্বিক পরিবেগত চ্যালেঞ্জঃ জীর্ণশীর্ণ আবাসন ব্যবস্থা, শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা সুবিধার অভাব, দুর্বল যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকদের অবস্থানকে নিরুৎসাহিত করে।

সুপারিশসমূহ: মানসম্পন্ন স্বাস্থসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সকল স্তরের শূন্য পদ পূরণ করা প্রয়োজন। অর্জিত দক্ষতা অনুযায়ী চিকিৎসকদের যথাযথ পোস্টিং নিশ্চিত করা উচিত। পৃথক পরামর্শ রং, ওয়েটিং রুম, ডাক্তারের কক্ষ, চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের জন্য পরিস্কার টয়লেট সুবিধা,নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের উন্নতি করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রসদ, প্রশিক্ষিত জনবল, ল্যাবরেটরি পরিষেবাগুলি উন্নত করা দরকার। কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

চিকিৎসকদের সাথে রোগীর অ্যাটেনডেন্ট, স্থানীয় প্রভাবশালী এবং স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করতে উদ্যেগ নেয়া প্রয়োজন। হাসপাতালের উপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

চিকিৎসকদের জন্য মানসম্মত আবসন সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পোস্টিং, বদলি এবং পদোন্নতির জন্য যুগোপযোগী নীতিমালা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রয়েঅজনীয় সংশোধন করা এবং চিকিৎসকদেরকে পূর্বশর্ত সম্পূর্ণ করার সাথে সাথে পছন্দসই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণী বন্দনা ১৪২৯ উপলক্ষে শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত, ভক্তদের অঞ্জলী প্রদান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) শুক্লা পক্ষের শ্রী পঞ্চমী তিথিতে বাণী বন্দনা-১৪২৯ উপলক্ষে শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় (২৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক সংলগ্ন বটলায় অস্থায়ী বেদীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতী পূজা উদযাপন পরিষদ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেবীর বন্দনায় অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পূজা-অর্চনা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণ। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতী পূজা উদযাপন পরিষদ একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করে । বিকেলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতী পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতী পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইন্দ্রোজিত কুমার কুন্ডু। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ইউজিসি অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. জামাল উদ্দিন চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বণিক, টেকোনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল, শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গোপেন কুন্ডু, এনেসথিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবাশীষ বণিক, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের মানুষ ভালো আছেন। দেশের মানুষ ভাল আছেন বলেই আজ এখানে এত পূণার্থীর সমাগম ঘটেছে। বিগত বছরের তুলনা এবারের পূণার্থী সংখ্যা বেশী তারই প্রমাণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যে সহযোগিতা চেয়েছে বর্তমান প্রশাসন তা করেছে। আগামীতে সবাইকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে। সনাতন ধর্মালম্বীদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বলেন, খুব অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রার্থনাস্থল বা উপাসনালয় স্থাপন করা হবে। আপনাদের সকালের দোয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে যা করা হয়নি, বর্তমানে তা করেছে। সম্প্রতি আমরা প্রথমবারের মত সফল লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করেছি। দেশের স্বাস্থ্যখাতে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে সারা ইসলামের শরীর থেকে চারটি অঙ্গ দুটি কিডনি, দুটি কর্নিয়া নিয়ে চারজন মানুষের শরীরের সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। রোগীরা সবাই ভাল আছেন। মহান পরম করুণাময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখতে জানেন। স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতেও পারেন। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবটিক সার্জারি চালু করতে চাই।

তিনি বলেন, আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে সবাইকে সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে। একই সঙ্গে পূজোর মত এই ধরণের আনুষ্ঠানিকতাও প্রয়োজন রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশ জাতির উন্নয়নে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন মেরুদণ্ড জোড়া লাগানো শিশু নুহা নাবার প্রথম ধাপের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন

কুড়িগ্রামের মেরুদণ্ড জোড়া লাগানো ৯ মাস ১২ দিনের শিশু নুহা ও নাবার প্রথম ধাপের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। অস্ত্রোপচার পরবর্তী অবস্থায় নুহা ও নাবা ভাল আছেন। মঙ্গলবার দুপুরে (৩১ জানুয়ারি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু নুহা ও নাবার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। শিশু নুহা ও নাবার চিকিৎসার সকল খরচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে বহন করছেন। তিনি নুহা ও নাবার সার্বক্ষণিক খবর নিচ্ছেন। তিনি শিশুদ্বয়ের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। চিকিৎসার প্রথম ধাপের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছেন। নুহা ও নাবা ভাল আছে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের সব ধরণের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হবে। ইতিমধ্যে সফলভাবে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, দেশের প্রথম সফল ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। মেরুদণ্ডে জোড়া লাগানো শিশুদ্বয়েরও অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমি আশাবাদী। তাদের সুস্থতার জন্য দেশবাসী দোয়া কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকের অপারেশন থিয়েটারে গত ২৯ জানুয়ারি রোববার সকাল ৯ টায় থেকে ৩ টা পর্যন্ত চলা নুহা ও নাবার প্রথম ধাপের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি অনুষদের ডিন ও নিউরোসার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন এ অস্ত্রোপচারের নেতৃত্ব দেন। এ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নুহা ও নাবার দেহে টিস্যু বর্ধনকারী ডিভাইস ৪টি এক্সপান্ডা সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়। ৬ ঘণ্টা চলা এ অস্ত্রপচারের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের প্রধান অধ্যাপক ডা. আইয়ুব আলী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং অনুষদের ডিন ও অ্যানেসথেসিয়া বিভাগের অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. একেএম জাহিদ হোসেন, অ্যানেসথেসিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবাশীষ বনিক, শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাধায়ক ডা. সামন্তলাল সেন-সহ আরও ১০ জন চিকিৎসক এ অস্ত্রোপচারে অংশগ্রহণ করেন। অস্ত্রোপচার পরবর্তী অবস্থায় সাবধানতার জন্য নুহা ও নাবাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই কেয়ার ইউনিট এইচডিইউতে রাখা হয়েছে।

সার্জারি অনুষদের ডিন ও নিউরো সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন বলেন, মেরুদণ্ড ও স্পাইন জোড়ালাগা এ দুই শিশুর অস্ত্রোপচার অত্যন্ত জটিল, স্পর্শকাতর ও সময় সাপেক্ষ। বেশ কয়েক ধাপে এর অস্ত্রোপচার করা লাগবে। নিউরো সার্জন, ইউরোলজিস্টস, শিশু সার্জন, বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জন, এনেস্থিওলজিস্ট, শিশু পুষ্টিবিদসহ বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকের প্রয়োজন হবে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রবিবার তাদের প্রথম ধাপের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এই জোড়া লাগানো জমজ শিশুর চিকিৎসার জন্য ১৯ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করেছেন। অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেনের নেতৃত্বে শিশু সার্জারি, প্লাস্টিক ও রিকন্সট্রাকটিভ সার্জারি, ভাসকুলার সার্জারি, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, অ্যানেসথেসিয়াসহ সকল বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিয়ে এ বোর্ড গঠন করা হয়।

কুড়িগ্রাম জেলার কাঁঠালবাড়ীর পরিবহন শ্রমিক আলমগীর রানা ও তার স্ত্রী নাসরিনের গর্ভে মেরুদণ্ডে জোড়া লাগানো কন্যা সন্তান নুহা ও নাবা গত বছর ২১ মার্চ জন্ম নেয়। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় (Pygopagus Conjoined twin) বলে। জন্মের অল্প কয়েকদিন পর এপ্রিল মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারী অনুষদের ডিন ও নিউরো স্পাইন সার্জন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেনের অধীনে নুহা ও নাবাকে ভর্তি করা হয়।

করোনার দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব নিয়ে সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত

করোনায় আক্রান্ত ক্রনিক কিডনি ডিজিজের রোগীদের মৃত্যু ঝুঁকি ১০ গুণ বেশী, করোনায় আক্রান্তদের ১২ শতাংশ ডিপ্রেশনে ভুগছেন: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) করোনার দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব নিয়ে 'মাল্টিটিউড অব ইস্যুস ইন কোভিডঃ রেনাল, কার্ডিয়াক এন্ড মেটাবোলিক ইনফ্লুয়েন্স' ও 'লং টার্ম হেলথ কনসিকোয়েন্সেস অ্যাস এ পোস্ট কোভিড-১৯ সিকোয়াল ইন হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স' শীর্ষক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে (৩০ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে 'কিডনি ডিজিজ রিসার্চ গ্রুপ' এর আয়োজন করে। সিম্পোজিয়ামে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে ২০২২ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ৮শ ৪ জন চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীর একটি প্রাথমিক গবেষণা পরিচালিত হয়। করোনা অতিমারী পুরো বিশ্বকে পাল্টে দিয়েছে। কিডনি রোগীদের করোনা হলে ফলাফল অত্যন্ত খারাপ। ডায়ালাইসিসের রোগীদের করোনা হলে শতকরা ৫০ ভাগ রোগী মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্রনিক কিডনি ডিজিজের রোগীদের মৃত্যু ঝুঁকি সাধারণ মানুষের চেয়ে ১০ গুণ বেশী। পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসের রোগীদের করোনা হওয়ার ঝুঁকি অনেক থাকে। কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট রোগীদের করোনায় মৃত্যু ঝুঁকি শতকরা ৫০ ভাগ। করোনার টিকার কার্যকারিতা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট রোগীদের অনেক কম। করোনার টিকা ডায়ালাইসিস রোগীদের কার্যকারিতা শতকরা ৮৭ ভাগ। করোনার টিকা নেফ্রোইটিস রোগের পুনরাগম ঘটাতে পারে।

অনুষ্ঠানে এ গবেষণার প্রধান গবেষক ও প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনায় আক্রান্তদের ১২ শতাংশ ডিপ্রেশনে ভুগছেন। তাদের এ অবস্থা থেকে চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। করোনায় বাংলাদেশে পেশাজীবীদের মাঝে চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীরা বেশী মৃত্যুবরণ করেছেন। এছাড়াও কোভিড আক্রান্ত চিকিৎসকদের শতকরা ৪০ ভাগ চিকিৎসক এবং শতকরা ৩৪ ভাগ নার্সেরা লং কোভিডে ভুগছেন। করোনায় যাদের ডায়াবেটিস ছিল না তাদের ডায়াবেটিস হয়েছে। করোনায় অনেকের মায়োপ্যাথি হয়েছে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল চিকিৎসকদের গবেষণার কাজ করতে হবে। একবার গবেষণার কাজ করলেই হবে না। ধারাবাহিকভাবে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

সিম্পোজিয়ামে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নেফ্রোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আবু সালেহ আহমেদ, বার্ডেমের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারিয়া আফসানা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের কানসালট্যান্ট ডা. মীর ইসারাকুজ্জামান একটি করে গবেষণা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে গবেষণা ফল প্রকাশ করেন অধ্যাপক ডা. মাসুদ ইকবাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. দিপল কৃষ্ণ অধিকারী। সিম্পোজিয়ামে প্যানেল অব এক্সপার্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নেফ্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী ও বার্ডেমের অধ্যাপক ডা. ফারুক পাঠান, অধ্যাপক ডা. এম আইয়ুব আলী চৌধুরী।

সিম্পোজিয়ামে আরো জানানো হয়, ডায়াবেটিস, ওজনাধিক্য, উচ্চ রক্তচাপ, দীর্ঘ মেয়াদী অসংক্রামক রোগ, অন্যদিকে কোভিড নিউমোনিয়া, একটি সংক্রামক রোগ। কোভিড হলে এই দুই ধরণের রোগের কিছু জটিলতা দেখা যায় এবং একটি রোগের দ্বারা অন্যটি প্রভাবিত হয়। তাই কোভিড নিউমোনিয়া হলে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক অপর দিকে যাদের ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের কোভিড জটিলতাও বেশী হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, সকল কোভিড আক্রান্ত রোগীর মাঝে শতকরা ১০ ভাগের ডায়াবেটিস আছে এবং এদের শতকরা ১৫ ভাগের চিকিৎসাধীন থাকার প্রয়োজন হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সিডিআইসি'র মধ্যে যাদের ওজনাধিক্য, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ আছে। তার কোভিডের টিকা গ্রহণ করবে। তবে অবশ্যই টিকা গ্রহণের সময় রক্তের গ্লোকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকতে হবে। তবেই টিকা প্রদানের পর একজন ব্যক্তি কোভিড থেকে সুরক্ষা পাবে। কোভিড পরবর্তী কিছু জটিলতা নিয়েও কিছু রোগী আমাদের কাছে আসছেন। তাকে পোস্ট কোভিড অথবা লং কোভিড চিনডম বলা হয়। দুর্বলতা, গায়ে ব্যথা, মাথা ধরা ঘুম কম হওয়া ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে রোগীরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে কোভিড টিকা গ্রহণের মাধ্যমে কোভিড জটিলতা প্রতিরোধ অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

চোখের আলো ফিরে পেলেন সারা ইসলামের কর্ণিয়া গ্রহীতারা

অঙ্গদান করা সারা ইসলামের মৃত্যু নাই: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

অকাল প্রয়াত দেশের প্রথম ব্রেন ডেথ রোগী সারা ইসলামের দান করা কর্নিয়া প্রাপ্ত দুই রোগী ভাল আছেন। তাঁরা সারা ইসলামের কর্নিয়ায় চোখের আলো ফিরে পেয়েছেন। রোববার সকাল নটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সারার কর্নিয়া গ্রহীতা দুই রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করে এসব জানিয়েছেন। আজ রবিবার ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ইং তারিখ সকালে সারা ইসলামের দুটি কর্নিয়া বসানো রোগী শিক্ষিকা ফেরদৌস আক্তার (৫৬) ও মোহাম্মদ সুজনের (২৩) চোখ পরীক্ষা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চক্ষু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

এসময় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সারা ইসলামের মৃত্যু নাই। সারা ইসলামের অঙ্গদানের মাধ্যমে ২ জন কিডনী ফেলিউর রোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। তাদের কিডনীর কার্যকারিতা শুরু হয়েছে। অন্য ২ জন রোগী যাদের চোখে সারা ইসলামের কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করা হয়েছে তারা দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে সারা ইসলাম অঙ্গদান করে চারজনের মাঝে বেঁচে আছেন। সারা ইসলামকে আমরা সব সময় কৃতজ্ঞার সাথে স্মরণে রাখবো। সারা ইসলাম যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তা আমরা সকলেই অনুসরণ করতে পারি। তিনি বলেন, সারা ইসলামের মা শবনম সুলতানাকে আমাদের ক্যাডাভেরিক কার্যক্রমের ব্যান্ড অ্যাম্বসেডর করা হবে। দেশে ক্যাডাভেরিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা গেলে রোগীদের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই কমে যাবে এবং অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে। একই সাথে অনেক রোগী যারা জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন তারা নতুন জীবন লাভ করবেন। ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টও সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। মানুষের জীবন বাঁচাতে অঙ্গদান কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

১৯ জানুয়ারি প্রথম প্রহরে সারা ইসলাম ব্রেন ডেথ হবার পরপরই তাঁর দুই কিডনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডাভেরিক সেলের আহ্বায়ক ও রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশনের অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলালের নেতৃত্বে তার দুটি কিডনি বের করেন আনেন। একটি কিডনি অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল শামীমা আক্তার নামের এক রোগীর দেহে সফলভার প্রতিস্থাপন করেন। সারা ইসলামের অপর কিডনিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. খুরশিদুল আলমের নেতৃত্বে হাসিনা আক্তার নামের অপর এক রোগীর শরীরে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়। তারা ভাল আছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরদৌসী আক্তারের চোখে অস্ত্রপচারের নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শীষ রহমান। ফেরদৌসী আখতার ২০১৬ সালে এক অজানা ভাইরাসে তাঁর ডান চোখে সমস্যা দেখা দেয়। কিছুই দেখতে পেতেন না। স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ক্লিনিকে চোখ দেখালেও সমাধান মেলেনি। পরে সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শীষ রহমানের কাছে চিকিৎসা নিতে আসেন। সাত বছর আগে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দেন এ চিকিৎসক। তবে কর্নিয়া সংকটে এটি এতদিন করা সম্ভব হয়নি। কর্ণিয়া জোগাড় করতে আগ্রিম ৫০ হাজার টাকা দিয়ে রেখেছিলেন এ শিক্ষিকা। সারাহর কর্ণিয়া দানের সম্মতি পেয়েই চিকিৎসক শীষ রহমান। ফেরদৌসকে ফোন করে ঢাকায় আসতে বলেন। এরপর তাঁর ডান চোখে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করা হয়। ডান চোখে এখন স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

মোহাম্মদ সুজনের চোখের অস্ত্রোপচারের নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. রাজশ্রী দাশ। মোহাম্মদ সুজন এখন ভাল আছেন।

১৮ জানুয়ারি দিবাগত রাতে দেশে প্রথম ব্রেন ডেন রোগী ঘোষিত সারা ইসলাম কিডনি অন্য দুজন রোগীর দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়। এটি দেশের চিকিৎসাসেবায় মাইলফলক। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন ২০ বছরের তরুণী ফাইন আর্টসের মেধাবী শিক্ষার্থী সারা ইসলাম তিনি তাঁর অঙ্গদান করে যান। তার অঙ্গদানের মাধ্যমে চারজন মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার ও সুব্রত মন্ডল, **উপদেষ্টা:** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল) **মুদ্রণে :** মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, **ছবি:** সোহেল ও আরিফ, **প্রকাশক :** ডা. স্বপন কুমার তপাদার, রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় **ওয়েবসাইট:** www.bsmmu.edu.bd ই-মেইল: mediacell@bsmmu.edu.bd, **মুদ্রক :** পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।